দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে সরকার। গত বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি যৌথ সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ইহা একটি যুগান্তকরী সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে। এখন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ইহা পুরাপুরি কার্যকর হইবে। ইহার ফলে প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণির যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হইবে। তবে প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা থাকিবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে নেওয়া হইবে বলিয়া জানা যায়।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার স্তর তিনটি নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক, নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং ইহার পর উচ্চশিক্ষা। এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের কথা। তাহার আগেই সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে যাইতেছে। সবকিছু ঠিক থাকিলে এই বৎসর এবং আগামী অর্থবৎসর হইতেই তাহা বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার ফলে পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনাসহ সব কিছুই নূতন করিয়া সাজাইতে হইবে। তবে ২০১৮ সালের মধ্যে ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া মোটেও অসম্ভব নহে। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কয়েক ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। যেমন- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, হাইস্কুল ও হাইমাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্কুল, ব্র্যাক স্কুল, শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল প্রভৃতি। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সারাদেশে মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩৭টি। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৮৪ জন এবং শিক্ষার্থী ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৭৯ জন। আর মোট ১৯ হাজার ৬৮৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২ হাজার ৪১২টি। এই বিদ্যালয়গুলি এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলিয়া যাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করিবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কতগুলি চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংশোধন, স্কুল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের পাঠদান, প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম ও পাঠ্যবই প্রণয়ন অন্যতম। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। তাই শিক্ষার স্তর উন্নীতকরণের ফলে তাহা শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়া রোধে সহায়ক হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান নানা সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা গেলে তাহাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। শিক্ষার এই উন্নয়ন দ্বারা দেশের অর্থনীতিও দ্রুত গতিশীল হইবে। যে কোনো ধরনের বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক নহে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করিবার এই সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই।